যায়যায়দিন

তারিখ ..... 2 FEB 2009
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৮

মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট আবার চালু করা হবে : প্রধানমন্ত্রী

একুশে বইমেলা উদ্বোধন

যায়যায়দি ডেস্ক

বিশ্বের বিভিন্ন ভাষা নিয়ে গবেষণা করার জন্য ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্স টিটিউট প্রকল্প আবার সচল করার ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

গতকাল অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০০৯ উদ্বোধনকালে শেখ হাসিনা বলেন, একুশে ফেব্রুয়ারি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। তাই বিশ্বে বিভিন্ন ভাষা নিয়ে গবেষণা এবং যেসব ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব এখন আমাদের। এ কারণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট করবো আমরা।

শেখ হাসিনা এর আগে প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে ২০০০ সালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানকে সঙ্গে নিয়ে শেখ হাসিনা এ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। কিন্তু পরবর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ প্রকল্প বন্ধ হয়ে যায়।

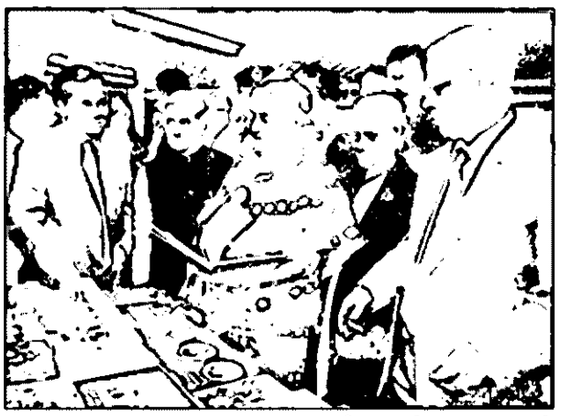

বইমেলা উদ্বোধনের পর স্টল ঘুরে দেখছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা -যায়যাদি

ভাষা শহীদদের স্মরণে আয়োজিত অমর একুশে বইমেলা উদ্বোধনকালে তিনি এ ঘোষণা দেন।

বিকাল ৫টা ৪০ মিনিটে বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে লেখক, পাঠক আর প্রকাশকের এ বার্ষিক মিলনমেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে শেখ হাসিনা বইমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

পরে ফিতা কেটে বাংলা একাডেমী স্টল উদ্বোধন করেন এবং স্টলের ভেতরে বেশ কয়েকটি বই নেড়েচেড়ে দেখেন প্রধানমন্ত্রী।

পৃ১১»ক৪

মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট আবার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

৪টার একটু পর একাডেমী প্রাঙ্গণে শেখ হাসিনা এসে পৌঁছলে তাকে স্বাগত জানান একাডেমীর মহাপরিচালক সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ। বিডিনিউজ।

অনুষ্ঠানের বক্তৃতাপর্বে একাডেমীর মহাপরিচালক সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডের প্রধান মহিউদ্দিন আহমেদ, জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী ও সংস্কৃতি বিষয়কমন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ বক্তব্য রাখেন।

বিকাল ৪টা ৪৩ মিনিটে মেলায় ভারতীয় সাহিত্যিক ও মানবাধিকার কর্মী মহাশ্বেতা দেবী উপস্থিত হলে প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে তাকে মঞ্চে নিয়ে আসা হয়। প্রধানমন্ত্রী তার পাশের আসনে বসান। বসেই মহাশ্বেতা দেবী তাকে 'এ ধরনের সম্মান' দেয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন।

পরে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শেখ হাসিনা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইশারা ভাষা চালু করার কথা জানান। তার পুরো বক্তৃতাটিও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য ইশারা ভাষায় প্রদর্শন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ইশারা ভাষা চালু করা হবে। শুরুতেই বিটিভির সংবাদ ও অনুষ্ঠানের কিছু অংশে এ ভাষা চালু করা হবে। পর্যায়ক্রমে রাষ্ট্রীয় অন্যান্য গণমাধ্যমে এটি প্রচলন করা হবে। আমি আশা করবো, বেসরকারি ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমগুলো এ ব্যাপারে এগিয়ে আসবে।

শেখ হাসিনা বাংলা একাডেমীকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উল্লেখযোগ্য বই অনুবাদ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, রবীন্দ্রনাথের পর আর কেউ বাংলা ভাষায় নোবেল পুরস্কার পায়নি। অথচ আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় বুঝি, উৎকর্ষের বিচারে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় আন্তর্জাতিক সম্মান বয়ে আনার মতো অনেক সৃষ্টিশীল কাজ হয়েছে।

আমার ধারণা, মনসম্মত অনুবাদ না হওয়ায় বিশ্বে আমাদের চলপদী ও সমকালীন সাহিত্যকর্মের তেমন প্রচার নেই। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাংলা একাডেমীকে এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

অনুবাদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং গতিশীল করার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে এমন আশ্বাস দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা মানুষের স্বাধীনতার স্বপ্ন এবং দিনবদলের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করতে চাই। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে বাংলা একাডেমীরও বিভিন্নমুখী প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

আমাদের চিরায়ত সাহিত্য এবং সমৃদ্ধ ঐতিহ্য যাতে অতি সহজে বিশ্ব দরবারে পৌঁছানো যায় তার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। একাডেমীতে সংরক্ষিত মূল্যবান সম্পদ তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতে হবে।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার লুপ্তপ্রায় ভাষা সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমীকে দায়িত্ব গ্রহণ করার আহ্বান জানান শেখ হাসিনা।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলা একাডেমী ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফসল হওয়ায় এ আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কিত দলিলপত্র সংগ্রহ করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ, ভাষা সৈনিকদের ওপর প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ এবং গ্রন্থ প্রকাশনাসহ প্রচরণামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিতে হবে।

তিনি বলেন, বিশ্ববাসী যাতে একুশে ফেব্রুয়ারির পটভূমি, ইতিহাস ও তাৎপর্য বুঝতে পারে সেজন্য বিভিন্ন ভাষায় প্রচারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

গত বছরের মেলার তুলনায় এবার স্টল ইউনিট ও অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান, সব কিছুরই সংখ্যা বেড়েছে। এবারের মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৯৭টি। গতবার ছিল ২৩৬টি। এ বছর স্টলের জন্য ৪৩৬ ইউনিট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। গত বছর দেয়া হয়েছিল ৩৬২ ইউনিট।

বাংলা একাডেমীর সামনের রাস্তার দুই পাশে বইমেলার জন্য স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবার। তাই মেলায় মূল প্রবেশ ফটক তৈরি করা হচ্ছে আণবিক শক্তি কমিশন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ভবনের সামনের রাস্তার ওপর।

এবারের একুশে বইমেলায় সেমিনারের বিষয়বস্তুও পরিবর্তন করা হয়েছে। নজরুল মঞ্চের পেছনে লেখকদের বসার জন্য লেখককুঞ্জ তৈরি করা হয়েছে। সেখানে একসঙ্গে ২৫ থেকে ৩০ জন লেখকের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এছাড়া একুশে বইমেলায় 'শিশু প্রহর' ঘোষণা করা হয়েছে ৬, ৭, ও ২৭ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত। এ সময় একজন শিশুকে সঙ্গে নিয়ে অভিভাবকরা ঢুকতে পারবেন।

একুশে বইমেলা প্রতিদিন বিকাল ৩টা থেকে রাত ৯টা এবং ছুটির দিন সকাল ১১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।